নভেম্বর-২০২৪

পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা এর হালনাগাদ সংযোজনী

under Consulting Services for Conducting Social and Environmental Assessment Surveys, Preparation and Implementation of Resettlement Action Plans, GAP and GBV Prevention Plan, ESIA/EIA for the Proposed Grid Substations and Transmission Lines of Enhancement and Strengthening of Power Network in Eastern Region Project (ESPNERP)

Submitted By

SAMAHAR-ENRAC JV

পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা এর হালনাগাদ সংযোজনী

under

Consulting Services for Conducting Social and Environmental Assessment Surveys, Preparation and Implementation of Resettlement Action Plans, GAP and GBV Prevention Plan, ESIA/EIA for the Proposed Grid Substations and Transmission Lines under Enhancement and Strengthening of Power Network in Eastern Region Project (ESPNERP).

Prepared By

SAMAHAR-ENRAC JV SAMAHAR ENRAC

Version **V1**

Shahadat

Prepared By	**Checked By**	**Reviewed By**
Shahadat Hossain	Dr. Md Rahamat Ullah	Ajit Kumar Chakraborty
Resettlement Manager	Coordinator	Team Leader
ESPNER Project.	ESPNER Project.	ESPNER Project.

Contents

Contents iii

১. সূচনা 4

২ আইনি ও নীতি কাঠামো 4

৩ প্রভাব মূল্যায়ন 5

৪ সংশোধিত এনটাইটেলমেন্ট ম্যাট্রিক্স 6

৫ স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ এবং পরামর্শ 6

১. সূচনা

পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি), বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সারা দেশে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে "**পূর্বাঞ্চলীয় গ্রিড নেটওয়ার্কের পরিবর্ধন ও ক্ষমতাবর্ধন** " নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশের গ্রিড বর্ধিতকরণ এবং শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে উপকেন্দ্র এবং সঞ্চালন লাইন এর সমন্বয়ে এই প্রকল্পটি ৮টি জেলায় অবস্থিত যাকে ছয়টি ভিন্ন প্যাকেজে বিভক্ত করা হয়।

এই প্রকল্পের পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা ২০১৮ সালে স্থাবর সম্পত্তির অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল আইন ২০১৭, বিদ্যুৎ আইন ১৯১০, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ আইন ২০১৮, বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ আইন ১৮৮৫ এবং বিশ্ব ব্যাংক OP 4.12 এর অধীনে বিধান অনুযায়ী তৈরী করা হয়েছিল। পরবর্তীতে বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় বিদ্যুৎ বিধিমালা ২০২০ (সংশোধিত ২০২২) চালু করেছে। আগের নিয়ম অনুযায়ী সঞ্চালন লাইন ও টাওয়ার ফুটিংয়ের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কোনো বিধান ছিল না। কিন্তু বিদ্যুৎ বিধিমালা ২০২০ (সংশোধিত ২০২২) এর আইন ১০, উপ-আইন ৪ বিশেষভাবে টাওয়ার ফুটিংয়ের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

২০২৩ সালে এই প্রকল্পের ডিপিপি তে বিদ্যুৎ বিধিমালা ২০২০ (সংশোধিত ২০২২) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পাওয়ার গ্রিড টাওয়ার ফুটিং এ ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার সিদ্বান্ত গ্রহণ করেছে। এই সংযোজনটি নতুন বিদ্যুৎ বিধিমালা ২০২০ (সংশোধিত ২০২২) এবং আরডিপিপি-এর নীতি অনুসারে শুধুমাত্র ৯৫১টি টাওয়ার ফুটিং এর জমির ক্ষতিপূরণের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

পরামর্শদাতারা নিম্নপদ্ধতি অনুসরণ করেছেন;

ক) প্রকল্পের নকশার উপর ভিত্তি করে টাওয়ার ফুটিংয়ের সংখ্যা যাচাই করা

খ) RAP শুমারির উপর ভিত্তি করে প্রভাবের পরিমাণ এবং প্রভাবিত জমির মালিকদের সংখ্যা যাচাই করা

গ) ফসলের ক্ষতিপূরণের জন্য মূল্যায়ন পরিচালনা করা

ঘ) স্টেকহোল্ডার মতবিনিময় সভা/দলীয় আলোচনা;

ঙ) ডেটা এন্ট্রি এবং টেবিল তৈরী এবং RAP সংযোজন খসড়া তৈরী করা

২. আইনি ও নীতি কাঠামো

পূর্বাঞ্চলে বিদ্যুৎ সঞ্চালন নেটওয়ার্ক উন্নত ও শক্তিশালী করার জন্য টাওয়ার ফুটিং এর জন্য জমির ক্ষতিপূরণ এবং উপকেন্দ্রগুলোর জমি অধিগ্রহণ এবং অন্যান্য সমস্ত পুনর্বাসনের জন্য আইনি এবং নীতি কাঠামো নির্ধারনের জন্য প্রকল্প নিম্নোক্ত আইনের উপর ভিত্তি করে: (i) স্থাবর সম্পত্তির অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল আইন ২০১৭ (ii) বিদ্যুৎ আইন ২০১০; (iii) অনৈচ্ছিক পুনর্বাসনের জন্য বিশ্বব্যাংক এর OP 4.12 (iv) বিদ্যুৎ আইন ২০১৮ (v) বিদ্যুৎ বিধিমালা ২০২০ (সংশোধিত ২০২২) ।

বিদ্যুৎ বিধিমালা ২০২০ (সংশোধিত ২০২২) অনুসারে টাওয়ার ফুটিংয়ের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকরা বর্তমান বাজার মূল্য অনুযায়ী জমির ক্ষতিপূরণ পাবেন এবং টাওয়ার নির্মাণের সময় ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিক, বর্গাচাষীরাও ফসলের জন্য ৩ থেকে ৪ বার ক্ষতিপূরণ পাবেন। বিদ্যুৎ বিধি ২০২০ (সংশোধিত ২০২২) অনুযায়ী জেলা প্রশাসকরা ক্ষতিপূরণের অর্থ জমির মালিকগণকে হস্তান্তর করবেন।

২.১ বিদ্যুৎ বিধিমালা ২০২০ (সংশোধিত ২০২২)

বৈদ্যুতিক শক্তির সরবরাহ এবং ব্যবহার সম্পর্কিত আইন সংশোধন করার জন্য ২০২০ সালে (সংশোধিত ২০২২) বিদ্যুৎ বিধি কার্যকর করা হয়েছিল। সঞ্চালন লাইন এবং সঞ্চালন লাইনের জন্য টাওয়ার ফুটিংগুলো বেশিরভাগই ব্যক্তিগত জমিতে নির্মিত হয়। **আইন ১০-এর উপ-আইন ৪-এর ধারা-ক** বলেছে যে, লাইসেন্সধারী সর্বশেষ প্রকাশিত ভূমি জরিপ অনুসারে মৌজার নাম, জেএল নম্বর, খতিয়ান, দাগ, জমির ধরন এবং টাওয়ার নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমির পরিমান উল্লেখ করে টাওয়ারের অবস্থান চূড়ান্ত করবেন।

ধারা-খ অনুযায়ী লাইসেন্সধারী ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকদের পক্ষে পরিশিষ্ট-ক১ প্রস্তুত করবেন এবং বাজার মূল্য অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হিসাব করবেন (বাজার মূল্য সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রি অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে)। লাইসেন্সধারী হিসাবকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট ডিসি অফিসে জমা দেবেন।

ধারা ছ অনুসারে, জমির ব্যবহার সম্পর্কে অবহিত করার জন্য ডিসি জমির মালিকদের অনুকূলে একটি নোটিশ **পরিশিষ্ট-ক২** জারি করবেন এবং একটি রোয়েদাদ প্রস্তুত করবেন এবং সংশ্লিষ্ট ডিসি অফিস থেকে তাদের অর্থ সংগ্রহ করার জন্য আরেকটি নোটিশ **পরিশিষ্ট-ক৩** প্রদান করবেন। এই সংযোজনটি মূল RAP এর সাথে সংযুক্ত হবে।

৩. প্রভাব মূল্যায়ন

নতুন এই নিয়মের কারণে বাড়তি কোনো প্রভাব পড়েনি। প্রভাব একই আছে। বাজেটে শুধু ক্ষতিপূরণের পরিমাণ যোগ হয়েছে। ২টি বিভাগের ৮টি জেলায় ২৮টি উপজেলায় ৯৫১টি টাওয়ার স্থাপন করা হয়েছে। আর্থ-সামাজিক জরিপ অনুসারে INGO ১৫২৭ জন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাক্তি চিহ্নিত করেছে, তাদের মধ্যে ১৩১০ জন পুরুষ এবং ২১৭ জন মহিলা। মোট ২৯.১৯ একর জমি ব্যবহার করা হয়েছে এবং আনুমানিক বাজেট হল ১৯৩,৭২১,১৮৪.৭২ টাকা। পিজিসিবি ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট ডিসির অ্যাকাউন্টে ক্ষতিপূরণের টাকা জমা দিয়েছে। সঞ্চালন লাইন অনুযায়ী বিস্তারিত ক্ষতিপূরণ বাজেটসহ জমির মালিকদের সংখ্যা নিচে দেওয়া হলো:

ক্রমিক নং	প্যাকেজ নং	সঞ্চালন লাইনের নাম	মোট টাওয়ার	মোট ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাক্তির সংখ্যা	আণুমানিক ক্ষতিপূরণের পরিমান
১	১	বিএসআরএম-করেরহাট ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন	৩৭	৫৩	৯,২৮২,৩৪৩.৫৫
২		কচুয়া-লাকসাম ১৩২ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন	১০৮	১২৯	৫,০৯৮,৬২৯.১৪
৩		চৌমুহনী-লক্ষীপুর ১৩২ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন	৯০	১১৭	৫,৯৬৫,৪৯২.২৬
৪		মুরাদনগর-কসবা ১৩২ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন	৭৯	৯১	১,৯৬৩,৬২৪.৭৪
৫		কুমিল্লা(উত্তর)- চান্দিনা ১৩২ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন	৫৬	৭০	১৮,১৭৫,২১৩.৯৭
৬		ফেনী-হাটহাজারী লিলো	১৫	২৮	২,৮৭১,৫১৩.৫২
৭		ফেনী- চৌমুহনী লিলো	১৩	২৩	২,৩৯৯,৫৭২.০৫
৮		দোহাজারী-শিকলবাহা লিলো	৪	৭	৪,৬৪৫,৭৩৫.৫৯
৯		কুমিল্লা-দাউদকান্দি লিলো	৮	১০	১,৩৮৭,৮১৯.০৮
১০			৪	১০	১০,৪৮৪,৬০৯.৩০
১১	২	চৌমুহনী-কচুয়া ২৩০ কেভি ফোর সার্কিট সঞ্চালন লাইন	১৪৭	২৫৪	২৯,৯৯৯,৪৯৭.৫৪
১২		করেরহাট-চৌমুহনী ২৩০ কেভি ফোর সার্কিট সঞ্চালন লাইন	১৬২	৩২৫	৪৩,৫০২,১২৪.৮২
১৩		কচুয়া-গজারিয়া ২৩০ কেভি ফোর সার্কিট সঞ্চালন লাইন	১৪৬	২৫০	২৫,০১৫,১৩৬.০১
১৪		চৌমুহনী-মাইজদী ২৩০ কেভি ফোর সার্কিট সঞ্চালন লাইন	৬৫	১২৮	২৭,৪৪৯,৯৩৯.৬৭
১৫		কুমিল্লা (উত্তর)- বিএসআরএম লিলো	১৭	৩২	৫,৪৭৯,৯৩৩.৬৭
		মোট	***৯৫১***	***১৫২৭***	***১৯৩,৭২১,১৮৪.৭৩***

৪. সংশোধিত এনটাইটেলমেন্ট ম্যাট্রিক্স

সম্পূর্ণ প্রকল্পের জন্য এনটাইটেলমেন্ট ম্যাট্রিক্স স্থাবর সম্পত্তির অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল আইন ২০১৭ (ARIPA-2017) ও বিশ্বব্যাংক এর OP 4.12 এর উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল। পূর্ববর্তী ম্যাট্রিক্স একই রেখে শুধুমাত্র টাওয়ার ফুটিং এর ক্ষতিপূরণের জন্য এই ম্যাট্রিক্সটি বিদ্যুৎ বিধিমালা ২০২০ (সংশোধিত ২০২২) এর উপর ভিত্তি করে অতিরিক্ত যোগ করা হয়েছে। এটি প্রধান RAP এ যোগ করা হবে।

ম্যাট্রিক্স VIII: টাওয়ার ফুটিং এর জন্য ক্ষতিপূরণ

ক.স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি	খ. এনটাইটেলমেন্ট	গ. আবেদন নির্দেশিকা	ঘ. বাস্তবায়ন ইস্যু	ঙ.দায়িত্ব
বৈধ জমির মালিক	বর্তমান বাজার মূল্য	স্থানীয় সাব রেজিস্ট্রি অফিস দ্বারা নির্ধারিত জমির বর্তমান বাজার মূল্য।	১. পরিশিষ্ট-ক৩ নোটিশের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাক্তিদের ক্ষতিপূরণের পূর্ণাঙ্গ নির্দেশিকা প্রদান করা হবে।	১. সরকারের সহযোগিতা, সময়মতো অর্থ বিতরন করা এবং সবধরনের যোগাযোগের ও সমন্বয়ের জন্য পিজিসিবি দায়বদ্ব। ২. বৈধ জমির মালিকদেরকে জেলা প্রশাসক টাকা প্রদান করবেন। ৩. ক্ষতিপূরণ নীতিমালা জানানো, রেকর্ড আপডেট করতে সহায্তা করা এবং অর্থপ্রদানের জন্য আবেদন করতে পিজিসিবি/আইএনজিও ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের সহযোগিতা করবে।

৫. স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ এবং পরামর্শ

ESPNER প্রকল্পের অধীনে ৮টি জেলায় মোট ৪২টি FGD পরিচালিত হয়েছে যা বহ সঞ্চালন লাইন কাভার করেছে। সমাহার টিম বেশিরভাগ এফজিডিতে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা গৃহস্থালির কাজের কারণে উপস্থিত হতে পারেননি। মোট অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ২৫২ জন পুরুষ এবং ৮৪ জন মহিলা।

এই এফজিডিতে স্টেকহোল্ডাররা জমির দাম, জমির ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়া এবং কীভাবে তারা ক্ষতিপুরণ পাবেন তা জানতে চেয়েছিলেন। আইএনজিও প্রতিনিধি আইন অনুযায়ী তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রকল্পের অধীনে টাওয়ার ফুটিং এর সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের তাদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।